বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
Website : www.bteb.gov.bd

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

(৪ বছর মেয়াদি)

প্রবিধান - ২০০৫

(সংশোধিত)

বাকাশিবো/ক/ডিপ্লোমা/২০০৮

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রবিধান, ২০০৫

১. নাম ও কাঠামো ঃ

১.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রকৌশল ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষাক্রমের নাম হবে **"ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং"**।

১.২ এ শিক্ষাক্রমের মেয়াদ হবে এক সেমিস্টার (পর্ব) শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং) সহ ৮(আট) সেমিস্টার (৪বছর)।

(ক) ৭(সাত) সেমিস্টার (পর্ব) সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটে/প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে। এবং

(খ) ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ৭ম পর্বে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পৃথক নীতিমালা অনুযায়ী শিল্প কারখানায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে।

১.৩ এ প্রবিধান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একাডেমীক নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের জন্য কার্যকর হবে।

১.৪ সকল টেকনোলজির পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) বিন্যাসে পাঠ্য বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের সাপ্তাহিক ক্লাশের সংখ্যা যথাক্রমে T (থিওরি) ও P (প্রাকটিক্যাল) দ্বারা বুঝানো হবে এবং প্রতি এক পিরিয়ডের তত্ত্বীয় ক্লাসের জন্য এক ক্রেডিট-আওয়ার ও প্রতি তিন পিরিয়ডের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য এক ক্রেডিট-আওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে। এক পিরিয়ডের সময়সীমা হবে ৫০ মিনিট। এক ক্রেডিট-আওয়ারের মান হবে ৫০ নম্বর। প্রতি বিষয়ের জন্য সংকেত ও সংখ্যা তার বাম পার্শ্বে লিখিত থাকবে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর নম্বর বিন্যাস অনুযায়ী এ প্রবিধান প্রযোজ্য হবে।

১.৫ শিক্ষাক্রম কাঠামোতে কোন টেকনোলজির বিষয়/বিষয়সমুহে পরিবর্তন ও নবায়ন এবং কাঠামোর তালিকায় নতুন বিষয়/বিষয়বস্তু সংযোজন এবং চাহিদা নেই এরূপ বিষয়/ বিষয়বস্তু প্রত্যাহার করার পদক্ষেপ বোর্ড গ্রহণ করতে পারবে।

১.৬ প্রতি পর্বের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ হবে পর্বমধ্য পরীক্ষাসহ ১৬ কার্য সপ্তাহ। প্রতি কার্য সপ্তাহে ৩৬-৪২ পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে।

১.৭ যে কোন ইন্সটিটিউটে/প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রচলিত তালিকাভূক্ত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে নতুন টেকনোলজি প্রর্বতন করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত টেকনোলজির মান ও সময়সীমা প্রচলিত শিক্ষাক্রমের অনুরূপ হতে হবে।

১.৮ কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের (সকল টেকনোলজির) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব নিম্নরূপ হবে।

১.৮.১ গ্রেডিং পদ্ধতি (The Grading System) ঃ

প্রতি সেমিস্টারে একজন ছাত্র-ছাত্রী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট (GP) অর্জন করবে। নিম্নবর্ণিত নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট প্রদান করা হবে।

প্রাপ্ত নম্বর	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)
৮০% এবং তার উপর	A^+	৪.০০
৭৫% থেকে ৮০% এর নিচে	A	৩.৭৫
৭০% থেকে ৭৫% এর নিচে	A^-	৩.৫০
৬৫% থেকে ৭০% এর নিচে	B^+	৩.২৫
৬০% থেকে ৬৫% এর নিচে	B	৩.০০
৫৫% থেকে ৬০% এর নিচে	B^-	২.৭৫
৫০% থেকে ৫৫% এর নিচে	C^+	২.৫০
৪৫% থেকে ৫০% এর নিচে	C	২.২৫
৪০% থেকে ৪৫% এর নিচে	D	২.০০
৪০% এর নিচে	F	০.০০

১.৮.২ গড় গ্রেড পয়েন্ট হিসাব পদ্ধতি (Calculation of GPA) ঃ

নিম্নে সিভিল টেকনোলজি বিভাগের প্রথম পর্বে একজন শিক্ষার্থীর নম্বরের ভিত্তিতে GPA হিসাব পদ্ধতি দেখানো হল ঃ

Sub. code	Name of the subject	T	P	C	Letter Grade	Grade Point (GP)	C×GP
2411	Civil Engineering Materials - I	2	3	3	A	3.75	11.25
1611	Engineering Drawing	0	6	2	A^+	4.00	8.00
2712	Basic Electricity	3	3	4	B^+	3.25	13.00
3014	Basic Workshop Practice	0	3	1	A	3.75	3.75
1411	Mathematics - I	3	3	4	A^+	4.00	16.00
1412	Engineering Science -I (Physics-I)	3	3	4	A^+	4.00	16.00
1111	Bangla - I	2	0	2	B^+	3.25	6.50
1112	English - I	2	0	2	A	3.75	7.50
1113	Social Science- I (Civics)	2	0	2	A	3.75	7.50
1211	Physical Education	0	1	1	A^+	4.00	4.00
	Total			25			93.50

$\Sigma C = 25 \quad \Sigma(C \times GP) = 93.50$

$$GPA = \frac{\Sigma(C \times GP)}{\Sigma C}$$

$$= \frac{93.50}{25} = 3.74$$

১.৮.৩ পর্ব ভিত্তিক GPA এর গুরুত্ব ঃ

১ম পর্ব	৫%
২য় পর্ব	৫%
৩য় পর্ব	১০%
৪র্থ পর্ব	১০%
৫ম পর্ব	১৫%
৬ষ্ঠ পর্ব	২০%
৭ম পর্ব (ইন্ডাঃ ট্রেনিং)	১০%
৮ম পর্ব	২৫%
মোট =	১০০%

CGPA(Cumulative Grade Point Average) হিসাব পদ্ধতিঃ

পর্ব	পর্ব ভিত্তিক GPA	গুরুত্ব	গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ (X)
১ম	৩.৫০	৫%	০.১৭৫
২য়	৩.৬০	৫%	০.১৮০
৩য়	৪.০০	১০%	০.৪০০
৪র্থ	৩.৮২	১০%	০.৩৮২
৫ম	৩.৯০	১৫%	০.৫৮৫
৬ষ্ঠ	৪.০০	২০%	০.৮০০
৭ম	৩.৭০	১০%	০.৩৭০
৮ম	৩.৮২	২৫%	০.৯৫৫
			৩.৮৪৭

$\Sigma X = ৩.৮৪৭$

CGPA = ৩.৮৫

২. ভর্তির নিয়মাবলি ঃ

২.১ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।

২.২ বোর্ডের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি এ শিক্ষাক্রমের ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

২.৩ কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সুপারিশকৃত নীতিমালা অনুসারে শিক্ষাক্রমের প্রথম সেমিস্টারে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

৩. নিবন্ধন ঃ

৩.১ প্রথম পর্বে ভর্তির পর বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত নিবন্ধন তথ্য ফরম (RIF) পূরণ করে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক শিক্ষাক্রমের জন্য ক্লাশ আরম্ভের ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধন ভুক্ত হতে হবে।

৩.২ একজন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবহিকভাবে ৮ (আট) শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। শিক্ষাকার্যক্রমের পরিপন্থী কোন কাজ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যাস্ত থাকবে।

৩.৩ একজন শিক্ষার্থী কোন টেকনোলজিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় অথবা অধ্যয়ন শেষে অন্য টেকনোলজিতে ভর্তি হতে পারবে না। অন্য কোথাও ভর্তি হতে হলে সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ভর্তি ও রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করে মুল নম্বর পত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ফেরত নিতে হবে।

৪. ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষা ঃ

৪.১ কোন ছাত্র-ছাত্রী কোন বিষয়ে মোট অনুষ্ঠিত ক্লাসের শতকরা ৮০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তাকে পর্বমধ্য এবং পর্বসমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হবে না। তবে অসুস্থতা বা অন্যকোন গ্রহণযোগ্য কারণে ইনস্টিটিউটের শিক্ষা পরিষদ সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ অনুপস্থিতি মওকুফ করতে পারবে। পর্বমধ্য/ পর্বসমাপনী পরীক্ষার ক্ষেত্রে পর্বমধ্য পরীক্ষা/ পর্বসমাপনী পরীক্ষা ফরম পূরণের দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক্লাসের ভিত্তিতে হাজিরা হিসেব করতে হবে। পর্বমধ্য পরীক্ষায় যারা নির্ধারিত হাজিরা না থাকার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না তাদের পর্বসমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ থাকবে না।

৪.২ ১ম পর্বের ছাত্র-ছাত্রী ব্যতীত নির্ধারিত হাজিরা অর্জনে ব্যর্থ অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্যকোন কারণে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় ফরম পূরণে ব্যর্থ ছাত্র-ছাত্রীকে যে পর্বে ব্যর্থ হয়েছে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে সংশ্লিষ্ট পর্বে পুনরায় ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। ১ম পর্বের ছাত্র ছাত্রীর ক্ষেত্রে পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ফরম পুরণে ব্যর্থ হলে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪.৩ পর্বমধ্য পরীক্ষার সময় হবে এক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য এক ঘন্টা ও একাধিক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য দেড় ঘন্টা। পর্বসমাপনী পরীক্ষার সময় হবে এক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য দুই ঘন্টা এবং একাধিক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য তিন ঘন্টা।

৪.৪ পর্বমধ্য পরীক্ষার জন্য বিষয় শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের/বিষয়সমুহের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে বিভাগীয় প্রধানের নিকট জমা দিবেন। একই বিষয়ের জন্য একাধিক বিষয়শিক্ষক থাকলে তারা যৌথভাবে বা বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশক্রমে তাদের মধ্যে যে কোন একজন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। বিভাগীয় প্রধান তার বিভাগের পর্বমধ্য পরীক্ষার সকল প্রশ্নপত্রের সমন্বয় সাধন এবং পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা উত্তরপত্র মুল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে বিভাগীয় প্রধান নিজে এবং বিষয়ের শিক্ষক ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/উত্তরপত্র মুল্যায়ন করতে পারবেন। একই বিষয়ের জন্য একাধিক পরীক্ষক থাকলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পরীক্ষণ নীতিমালা পূর্বেই নির্ধারণ করে তা বিভাগীয় প্রধানের অনুমোদন নিতে হবে।

৪.৫ সকল পর্বের প্রত্যেক তত্ত্বীয় বিষয়ের বা বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের মোট নম্বরের ৫০% ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৫০% পর্বসমাপনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মধ্যে পূর্ণমানের অর্ধেক পর্বমধ্য পরীক্ষার এবং বাকি অর্ধেক ক্লাস টেস্ট, কুইজ, আচরণ ও উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত থাকবে। পর্বমধ্য পরীক্ষার পূর্বে ও পরে ন্যূনপক্ষে দুইটি করে ক্লাস টেস্ট ও কুইজ অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাস টেস্ট , কুইজ, আচরণ ও উপস্থিতির জন্য নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ ঃ (নম্বর বিতরণ পরিশিষ্ট - ১)

তত্ত্বীয় বিষয় বা বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের মোট নম্বরের ভিত্তিতে ঃ

ক্লাস টেস্টঃ	১০%
কুইজ ঃ	০৮%
আচরণ ঃ	০২%

উপস্থিতি ঃ (৭০% উপস্থিতির উর্ধ্বে আনুপাতিক হারে) ০৫%

[**উপস্থিতি ঃ** ৯০% এর উপরে- ০৫%

৮০% - ৯০% ০৪%

৭০%-৭৯% ০২%]

৪.৬ বিষয় শিক্ষকগণ ক্লাস টেস্টের তারিখ, সময় ও স্থান পূর্বেই ছাত্র-ছাত্রীদিগকে অবহিত করবেন। কুইজসমুহ ক্লাস চলাকালীন যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৪.৭ ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ পর্বমধ্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং প্রতি বিষয়ের এক সেট প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বোর্ডে প্রেরণ করবেন।

৪.৮ বিষয় শিক্ষক পর্বমধ্য পরীক্ষার পরীক্ষিত উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের ৭ কার্যদিবসের মধ্যে ক্লাসে দেখানোর পর নম্বর তালিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রাধানের নিকট জমা দিবেন।

৪.৯ সকল পর্বের প্রত্যেক ব্যবহারিক বিষয় বা বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ৬০% নম্বর ও পর্ব সমাপনী ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য ৪০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। যে সকল বিষয়ের পর্ব সমাপনী পরীক্ষা নেই সে সকল বিষয়ের/বিষয়গুলোর ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর হবে ১০০%। ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের মান বন্টন হবে নিম্নরূপঃ

৪.৯.১ ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ঃ

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	**১০০% এর ক্ষেত্র**	**৬০% এর ক্ষেত্র**
ক. জব/ এক্সপেরিমেন্ট	৬০%	৩০%
খ. বাড়ির কাজ	১০%	০৫%
গ. জব/শিল্প কারখানায় পরিদর্শন সহ এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	১০%	০৫%
ঘ. জব/ শিল্প কারখানায় পরিদর্শন সহ এক্সপেরিমেন্টের উপর মৌখিক পরীক্ষা	০৮%	০৮%
ঙ.আচরণঃ	০২%	০২%
চ. উপস্থিতি	১০%	১০%

[উপস্থিতি ৯০% এর উপরে ১০%

৮০% - ৯০% ০৮%

৭০%-৭৯% ০৪%]

৪.৯.২ ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী মূল্যায়ন ঃ

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	**৪০% এর ক্ষেত্রে**
ক. জব/এক্সপেরিমেন্ট	২৫%
খ. জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট	১০%
গ. জব/এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন সময়ের মৌখিক পরীক্ষা	০৫%

৪.১০ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের ক্লাস এবং ৭ম পর্বের ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং সমাপনান্তে পর্ব সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

৪.১১ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট অথবা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন ইনস্টিটিউট/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে।

৪.১২ বোর্ড ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম পর্বের সমাপনী/পরিপূরক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন। ১ম, ৩য় ও ৫ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অথবা প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট পরীক্ষক দ্বারা এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে এবং ৭ম পর্বে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর মূল্যায়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পৃথক নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৪.১৩ ১ম, ৩য় ও ৫ম পর্বের ব্যবহারিক পরীক্ষা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার শেষে অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদানে (গ্রেডিং) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য বিভাগীয় প্রধান যে কোন শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবেন।

৪.১৪ সকল পর্বের ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতি বিষয়ে/বিষয়ের অংশে ন্যূনতম D গ্রেড পেয়ে তত্ত্বীয় ধারাবাহিক মূল্যায়ন, ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক) পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে। তত্ত্বীয়/ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নে কোন বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। উক্ত ছাত্র-ছাত্রী কোন পর্বে যে শিক্ষাবর্ষে অনুত্তীর্ণ হয়েছে সে শিক্ষাবর্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে পর পর সর্বোচ্চ দুই শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত পুনঃ ভর্তি হয়ে নিয়মিতভাবে উক্ত অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অধ্যয়ন করে সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহের সকল অংশে অর্থাৎ তত্ত্বীয় (পর্ব সমাপনী ও ধারাবাহিক) এবং ব্যবহারিক (পর্ব সমাপনী ও ধারাবাহিক) অংশে পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে। এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে উক্ত ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়নের আর কোন সুযোগ পাবে না ।

তত্ত্বীয়/ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নে কোন বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর পূর্ববর্তী পর্ব/পর্বসমুহে যদি কোন বিষয়/বিষয়সূহে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে রেফার্ড থাকে, সেক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে রেফার্ড বিষয়/বিষয়সমূহে পরবর্তী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তবে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ধারাবাহিকভাবে পর পর সর্বোচ্চ দুই শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়ার পরও তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য হবে সে সকল অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রী রেফার্ড পরীক্ষা দেয়ার আর কোন সুযোগ পাবে না।

উল্লেখ থাকে যে, ঐচ্ছিক বিষয়ে কোন ছাত্র-ছাত্রী কোন পর্বে তত্ত্বীয়/ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য হলেও সংশ্লিষ্ট পর্বে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে (যদি ঐচ্ছিক বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ের তত্ত্বীয়/ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিকে পাশ থাকে)। তবে এক্ষেত্রে উক্ত ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তী পর্বের ঐচ্ছিক বিষয়/বিষয়সমূহে অধ্যায়নের আর কোন সুযোগ পাবে না।

৪.১৫ (ক) কোন ছাত্র-ছাত্রী ১ম, ৩য় ও ৫ম পর্বে, পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে সাময়িকভাবে পরবর্তী পর্বে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হবে। তবে এরূপ অনধিক যে দু'ই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে শুধুমাত্র সেই বিষয়/বিষয়সমুহের পরীক্ষা পরবর্তী পর্বের ক্লাশ আরম্ভের ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে (বোর্ড নির্ধারিত সময়ে) পরিপূরক পরীক্ষায় নির্ধারিত ফি দিয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এই পরিপূরক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীর উক্ত পর্বে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের অনুমতি বাতিল হয়ে যাবে এবং সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।

(খ) কোন ছাত্র-ছাত্রী ১ম, ৩য় ও ৫ম পর্বে, পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় তিন বা ততোধিক বিষয়ে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।

(গ) উপরোক্ত ৪.১৫(ক) ও ৪.১৫(খ) এর ধারা অনুযায়ী পর্ব সমাপনী/পরিপূরক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ১ম/৩য়/৫ম পর্বের ছাত্র-ছাত্রী সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষে যে বিষয়/বিষয়সমুহে অকৃতকার্য হয়েছে শুধু মাত্র সেই বিষয় / বিষয়সমুহে ধারাবাহিকভাবে পর পর সর্বোচ্চ দুই শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং এই পরীক্ষায় প্রত্যেক অকৃতকার্য বিষয়ে/বিষয়সমুহের ত্বত্তীয় ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক ও পর্বসমাপনী পরীক্ষায় পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হলে পুন:ভর্তির মাধ্যমে পরবর্তী পর্বে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ঐ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়নের আর কোন সুযোগ পাবে না।

পর্ব সমাপনী/পরিপূরক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ৩য়/৫ম পর্বের অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর পূর্ববর্তী পর্ব/পর্বসমুহে (২য় ও ৪র্থ পর্ব)যদি কোন বিষয়/বিষয়সমুহে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিকে রেফার্ড থাকে, সেক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে রেফার্ড বিষয়/বিষয়সমুহে

পরবর্তী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তবে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ধারাবাহিকভাবে পর পর সর্বোচ্চ দুই শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়ার পরও ৩য়/৫ম পর্বের পর্ব সমাপনী/পরিপূরক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। সে সকল অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রী পূর্ববর্তী পর্ব/পর্বসমুহের (২য় ও ৪র্থ পর্ব) রেফার্ড পরীক্ষা দেয়ার আর কোন সুযোগ পাবে না।

(ঘ) সকল পর্বের ঐচ্ছিক বিষয়/বিষয়সমুহের (যদি থাকে) তত্ত্বীয়/ব্যবহারিক অংশে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে উক্ত বিষয়/বিষয়সমুহে পরিপূরক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এ সুযোগ শুধু একবারই দেয়া হবে।

৪.১৬ কোন ছাত্র-ছাত্রী ২য় , ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্বে, পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় কোন বিষয়/বিষয় সমুহে তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তি পর্বে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এরূপ তাত্ত্বিক/ব্যাবহারিক অংশে অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহ বোর্ডের নির্ধারিত ফী দিয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় ধারাবাহিক ভাবে পর পর সর্বোচ্চ দু'বার পরবর্তি পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পরিপূরক পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করবে। অর্থৎ পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অধ্যায়নরত পর্বের সকল বিষয়ের সাথে পূর্ববর্তী পর্বের অকৃতকার্য বিষয়সমুহ অংশ গ্রহণ করবে। ধারাবাহিক ভাবে পর পর সর্বোচ্চ দু'বার এ সুযোগ গ্রহণ করে কোন ছাত্র/ছাত্রী পরিপূরক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরবর্তী পর্ব/পর্ব সমাপনী পরীক্ষাসমূহে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এই পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়/বিষয়সমুহে উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পর্বের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে ।

৪.১৭ কোন ছাত্র-ছাত্রী ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলেও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল টেনিং এ অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত ছাত্র-ছাত্রী ৭ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পূর্ববর্তী পর্ব/পর্বসমুহের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমুহে নির্ধরিত ফি দিয়ে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

৪.১৮ কোন ছাত্র-ছাত্রী ৭ম পর্বে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং এ অকৃতকার্য হলে ৮ম পর্বে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং এ অকৃতকার্য ঘোষণা করা হবে এবং পরবর্তীতে তাকে অনিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে নিজ খরচে অব্যবহিত পরবর্তী সংশ্লিষ্ট ট্রেনিং গ্রহণ করতে হবে।

৪.১৯ (ক) কোন ছাত্র-ছাত্রী ৮ম পর্বে অধ্যয়ন করতে হলে অবশ্যই ৫ম পর্ব পর্যন্ত সকল বিষয়ের ত্বাত্তিক (পর্বসমাপনী ও ধারাবাহিক) এবং ব্যবহারিক (পর্বসমাপনী ও ধারাবাহিক) পাস করতে হবে ।

(খ) ৮ম পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়সমূহের পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এরূপ অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর ৭ম পর্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এবং ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের সকল বিষয়ের ত্বাত্তিক (পর্বসমাপনী ও ধারাবাহিক) এবং ব্যবহারিক (পর্বসমাপনী ও ধারাবাহিক) কৃতকার্য হলে তাকে প্রাপ্ত CGPA এর ভিত্তিতে উত্তীর্ণ ঘোষনা করা হবে।

৪.২০ কোন ছাত্র-ছাত্রী কোন পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী পর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকলে ঐ ছাত্র-ছাত্রী যে শিক্ষাবর্ষ থেকে অধ্যায়ন করা বিরত রয়েছে সে শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী দুই শিক্ষাবর্ষের মধ্যে পুনঃভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। তবে এক্ষেত্রে তাকে বোর্ডে সংযোগ রক্ষাকারী ফি প্রদান করতে হবে। সেমিস্টার আরম্ভের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পুনঃভর্তি সম্পন্ন করে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

৪.২১ ১ম, ৩য় ও ৫ম পর্বের পরীক্ষিত উত্তরপত্র, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নকৃত ফলাফল বিভাগীয় প্রধান তার বিভাগের শিক্ষকদের সাহায্যে নিরীক্ষণকরতঃ নম্বরপত্র প্রণয়নান্তে ফলাফল সংকলন (টেবুলেশন) করে তিন কপি সংকলন শীট শিক্ষাবিষয়ক পরিষদের অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিকট জমা দিবেন। অনুমোদিত এক কপি সংকলন শীট পরিপূরক পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করবেন ।

৪.২২ শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের অনুমোদিত ফলাফলের ভিত্তিতে ১ম, ৩য় ও ৫ম পর্বের জন্য ইনস্টিটিউট/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্বলিত ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ক) ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত GPA তালিকা

(খ) বিষয় উল্লেখপূর্বক পরিপূরক পরীক্ষাযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা।

৪.২৩ পর্ব সমাপনী পরীক্ষার অব্যবহিত পর অভ্যন্তরীণভাবে মূল্যায়নকৃত A^+ , D ও F প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সকল প্রকার পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র/উত্তরপত্র ইন্সটিটিউটে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত কাগজপত্র/উত্তরপত্র প্রয়োজনে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে । বোর্ডের

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ আন্তঃ প্রতিষ্ঠানের মান পরীক্ষা করার জন্য প্রেরিত উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন করবে এবং উক্ত মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মানের সমতা বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২৪ ছাত্র-ছাত্রীদের ১ম, ৩য় ও ৫ম পর্বের প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা শুরুর আগে নির্ধারিত ICR ফরমে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে এবং এই পরীক্ষাসমূহের তৈরিকৃত টেবুলেশন শীটের মধ্যে ১ সেট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট ১ সেট, বিভাগীয় প্রধানের নিকট জমা থাকবে এবং ১ সেট বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৪.২৫ ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের ব্যবহারিক পরীক্ষা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার শেষে অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর সংশ্লিষ্ট পর্বের সমাপনী পরীক্ষার সময় অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। জব/এক্সপেরিমেন্ট ভিত্তিক প্রদত্ত বিবরণী প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক প্রয়োজনে জব/এক্সপেরিমেন্ট ভিত্তিক রেকর্ড পর্যালোচনা করে উক্ত নম্বর পরিবর্তন করতে পারবেন।

৪.২৬ (ক) ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের ব্যবহারিক পরীক্ষা অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে পরিচালনা করবেন । সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক উক্ত বিষয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভ্যন্ত রীণ পরীক্ষক নিয়োগ করবেন এবং বোর্ড হতে অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ওয়ার্কশপ অথবা ল্যাবরেটরি সুবিধাদির ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রুপে বিভক্ত করে অনাভ্যন্তরীণ ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক যৌথভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি প্রণয়ন করবেন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী যাতে নির্ধারিত জব/ এক্সপেরিমেন্ট নিজ হাতে সম্পন্ন করে তা নিশ্চিত করতে হবে। বিভাগীয় প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের সাথে আলোচনান্তে নোটিশের মাধ্যমে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি পরীক্ষার্থীদেরকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(খ) অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক যৌথভাবে ব্যবহারিক পরীক্ষা তদারক করবেন এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার্থীদের নম্বর প্রদান করবেন।

(গ) অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের সাথে আলোচনাক্রমে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর বাড়াতে অথবা কমাতে পারবেন। এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে অনাভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৪.২৭ ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের সমাপনী তত্ত্বীয় বিষয়ের উত্তরপত্রসমুহ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই বীমাকৃত পার্শ্বেল ডাকযোগে (কম্পিউটারায়ন নির্দেশনা মোতাবেক) বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে। বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র পরীক্ষা করা হবে।

৪.২৮ **ইন্ডাষ্ট্রিয়ালের ট্রেনিং-এর নিয়মাবলী ঃ**

(ক) ৭ম পর্বে ১৬ কার্যসপ্তাহ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং সম্পন্ন হবেঃ

(i) ১২ কার্যসপ্তাহ ইন্ডষ্ট্রি/সংস্থায় এবং
(ii) ৪ কার্যসপ্তাহ ইন্সটিটিউটটে।

(খ) শিল্পকারখানার বা অন্যকোন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষক যৌথভাবে শিল্পকারখানায় ১২ সপ্তাহব্যপী ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন করবেন।

(গ) ইন্সটিটিউটটের ৪ কার্যসপ্তাহের ট্রেনিং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক তৈরীকৃত সিডিউল অনুযায়ী অধ্যক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষক/শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা ও মূল্যায়ন করবেন।

(ঘ) ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় এবং ইন্সটিটিউটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর মোট ১৬ কার্য সপ্তাহের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিতে হবে।

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষক, সংশ্লিষ্ট ইন্সটিটিউটের দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধান যৌথভাবে ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা মূল্যায়ন করবেন এবং মূল্যায়নকৃত নম্বর বোর্ড নির্ধারিত নম্বরপত্রে লিপিবদ্ধ করে যৌথ স্বাক্ষরে ৭ দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

(চ) কোন শিক্ষার্থীর হাজিরা ৮০% এর নিচে থাকলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।

৪.২৯ **ইন্ডাষ্ট্রিয়ালের ট্রেনিং-এর নম্বর বণ্টন ঃ**

(ক) ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ৬ ক্রেডিট এর একটি ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে, যার মোট নম্বর হবে ৩০০। উক্ত মোট নম্বরের মধ্যে ২০০ নম্বর ইন্ডাষ্ট্রি/সংস্থায় ট্রেনিং এর জন্য এবং ১০০ নম্বর ইন্সটিটিউটে ট্রেনিং এর জন্য নির্ধারিত থাকবে। উভয় ক্ষেত্রেই

ব্যবহারিক ধারাবাহিকে ৬০% এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনীতে ৪০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। ইন্ডাষ্ট্রি/সংস্থায় এবং ইন্সটিটিউটের ট্রেনিং এ, ব্যবহারিক ধারাবাহিকে এবং ব্যবহারিক পর্বসমাপনী পরীক্ষায় পৃথক পৃথক ভাবে নূন্যতম C গ্রেড পেয়ে পাস করতে হবে

(খ) ইন্ডাষ্ট্রি/সংস্থায় ট্রেনিং এ ব্যবহারিক ধারাবাহিক নম্বরের ৬০% এর বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(i) দৈনন্দিন কাজ ঃ ৬০

(ii) হাজিরা ঃ ৪০

(iii) দৈনন্দিন কাজের

রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ ২০

মোট = ১২০

হাজিরাঃ ৯০% বা এর উপর (আনুপাতিক হারে) = ৩৬-৪০

৮০-৮৯% (আনুপাতিক হারে) =৩০-৩৫

(গ) ইন্সটিটিউটে ট্রেনিং এ ব্যবহারিক ধারাবাহিক নম্বরের ৬০% এর বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(i) দৈনন্দিন কাজ ঃ ৪০

(ii) হাজিরা ঃ ১০

(iii)দৈনন্দিন কাজের

রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ ১০

মোট = ৬০

হাজিরা ঃ৮০% বা এর উপর (আনুপাতিক হারে) = ৫-১০

(ঘ) ইন্ডাষ্ট্রি/সংস্থায় এবং ইন্সটিটিউটে ট্রেনিং এ ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী নম্বরের ৪০% অর্থাৎ ১২০ নম্বরের বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(i) প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ঃ ৬০

(ii) প্রতিবেদন উপস্থাপন

ও মূল্যায়নঃ ৬০

মোট = ১২০

৪.৩০ কোন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ধারাবাহিকভাবে বা পর্যায়ক্রমে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে নির্ধারিত ফি প্রদান করে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পূর্ব অনুমতি নিতে হবে।

৪.৩১ যদি কোন পরীক্ষার্থী তার প্রাপ্ত CGPA এর মান উন্নয়ন করতে চায় তবে নির্ধারিত ফি প্রদান করে ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের মান উন্নয়ন পরবর্তী পর্বসমাপনী পরীক্ষায় করতে পারবে।

৫. ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদপত্র ঃ

৫.১ ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের ট্রান্সক্রিপ্ট ইংরেজি ভাষায় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে এবং ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রতিষ্ঠান ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষর গ্রহণান্তে বিতরণ করবে।

৫.২ সনদপত্রের নাম হবে ইংরেজিতে **"Diploma-in-Engineering"** ।

৫.৩ ১ম হতে ৮ম পর্বের ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী বোর্ড পরীক্ষায় সকল বিষয়ে প্রাপ্ত CGPA এর ভিত্তিতে বোর্ড সনদপত্র প্রদান করবে।

৫.৪ সনদপত্র শিক্ষাক্রমের মেয়াদ উল্লেখসহ ইংরেজি ভাষায় প্রদান করা হবে।

৬. বোর্ডের অনুমোদিত সমন্বিত শৃংখলাবিধি ও উপবিধি এ শিক্ষাক্রমের জন্য অনুসরণ করা হবে। ১৯৮০ সনের সরকারের পাবলিক এক্সামিনেশন এক্ট (সংশোধনী সহ) এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৭. এ প্রবিধানের কোন ধারার/ধারাসমুহের অথবা অনুল্লিখিত কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে এবং বোর্ডের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

পরিশিষ্ট - ১

নম্বর বন্টন

Sl. No	Sub. code	Name of the subject	Number of hours		C	MARKS				
						Theory		Practical		Total
			T	P		Cont. ass.	Final exam	Cont. ass.	Final exam	
1.	2411	Civil Engineering Materials - I	2	3	3	50	50	30	20	150
2.	1611	Engineering Drawing	0	6	2	–	–	60	40	100
3.	2712	Basic Electricity	3	3	4	75	75	30	20	200
4.	3014	Basic Workshop Practice	0	3	1	–	–	30	20	50
5.	1411	Mathematics - I	3	3	4	75	75	50	–	200
6.	1412	Engineering Science -I (Physics-I)	3	3	4	75	75	30	20	200
7.	1111	Bangla - I	2	0	2	50	50	–	–	100
8.	1112	English - I	2	0	2	50	50	–	–	100
9.	1113	Social Science- I (Civics)	2	0	2	50	50	–	–	100
10.	1211	Physical Education	0	1	1	–	–	50	–	50
		TOTAL	**17**	**22**	**25**	**425**	**425**	**280**	**120**	**1250**

T = Theory , P = Practical & C = Credit

উপরে সিভিল টেকনোলজির **১ম** পর্বের নম্বর বণ্টন পদ্ধতি দেখানো হয়েছে ।

প্রতি এক পিরিয়ডের তত্ত্বীয় ক্লাসের জন্য এক ক্রেডিট-আওয়ার ও প্রতি তিন পিরিয়ডের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য এক ক্রেডিট-আওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে। এক পিরিয়ডের সময়সীমা হবে ৫০ মিনিট। এক ক্রেডিট-আওয়ারের মান হবে ৫০ নম্বর।

১ নং বিষয়ে দেখা যায় , তত্ত্বীয় ক্লাসের সংখ্যা = ২ টি অর্থাৎ দু'ই ক্রেডিট-আওয়ার এবং ব্যবহারিক ক্লাসের সংখ্যা = **১** টি (৩ পিরিয়ডের) অর্থৎ এক ক্রেডিট-আওয়ার

তাত্ত্বিক এর ক্ষেত্রে - যেহেতু এক ক্রেডিট-আওয়ারের মান হবে ৫০ নম্বর ,

তাই দু'ই ক্রেডিট-আওয়ার এর মান = ১০০ । তাত্ত্বিক ধারাবাহিক ৫০% এবং পর্ব সমাপনী ৫০% । কাজেই উক্ত বিষয়ের তাত্ত্বিক ধারাবাহিকের নম্বর হবে = ৫০ এবং পর্ব সমাপনীর নম্বর হবে = ৫০

তাত্ত্বিক ধারাবাহিকের ৫০% বা ৫০ নম্বরের বিন্যাস হবে নিম্নরূপ ঃ

পর্বমধ্য পরীক্ষা ঃ **২৫%** **অর্থাৎ ২৫ নম্বর**

ক্লাস টেস্টঃ ১০% অর্থাৎ ১০ নম্বর

কুইজ ঃ ০৮% অর্থাৎ ০৮ নম্বর

আচরণ ঃ ০২% অর্থাৎ ০২ নম্বর

উপস্থিতি ঃ (৭০% উপস্থিতির

ঊর্ধ্বে আনুপাতিক হারে) ০৫% অর্থাৎ ০৫ নম্বর

৫০% অর্থাৎ ৫০ নম্বর

ব্যবহারিক এর ক্ষেত্রে - এক ক্রেডিট-আওয়ারের মান হবে ৫০ নম্বর ।

ব্যবহারিক ধারাবাহিক ৬০% এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী ৪০%

কাজেই উক্ত বিষয়ের ব্যবহারিক ধারাবাহিকের নম্বর হবে = ৩০ এবং ব্যবহারিক

পর্ব সমাপনীর নম্বর হবে = ২০

ব্যবহারিক ধারাবাহিকের ৬০% বা ৩০ নম্বরের বিন্যাস হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ঃ

ক. জব/ এক্সপেরিমেন্ট	৩০%	অর্থাৎ ০৯ নম্বর
খ. বাড়ির কাজ	০৫%	অর্থাৎ ১.৫ নম্বর
গ. জব/শিল্প কারখানায় পরিদর্শন সহ এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	০৫%	অর্থাৎ ১.৫ নম্বর
ঘ. জব/ শিল্প কারখানায় পরিদর্শন সহ এক্সপেরিমেন্টের উপর মৌখিক পরীক্ষা	০৮%	অর্থাৎ ২.৪ নম্বর
ঙ.আচরণঃ	০২%	অর্থাৎ ০.৬ নম্বর
চ. উপস্থিতি	১০%	অর্থাৎ ৩.০ নম্বর
	৬০ %	অর্থাৎ ৩০ নম্বর

(খ) ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী মূল্যায়ন ঃ ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী ৪০% বা ২০ নম্বরের বিন্যাস হবে নিম্নরূপ ঃ

ক. জব/এক্সপেরিমেন্ট	২৫%	অর্থাৎ	১২.৫ নম্বর
খ. জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট	১০%	অর্থাৎ	৫.০ নম্বর
গ. জব/এক্সপেরিমেন্ট চলাকালীন সময়েরর মৌখিক পরীক্ষা	০৫%	অর্থাৎ	২.৫ নম্বর
	৪০%	অর্থাৎ	২০ নম্বর

অন্যান্য বিষয় সমুহের নম্বর বিন্যাসও একই পদ্ধতিতে হবে।

তবে এক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের T = Theory "o" আছে সেক্ষেত্রে তাত্ত্বিক এর কোন নম্বর হবে না এবং যে সকল বিষয়ের P = Practical "o" আছে সেক্ষেত্রে ব্যবহারিক এর কোন নম্বর হবে না।

উল্লেখ্য যে, Math -I, Math -II, Math -III, Applied Math - I, Applied Math -II, Bangla -III , English - III এবং Physical Education বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অংশের সম্পূর্ণ নম্বর ব্যবহারিক ধারাবাহিক নম্বর হিসেবে গণ্য করা হবে।

পরিশিষ্ট-২

বদলীতে ভর্তি ঃ

১ ছাত্র-ছাত্রী বদলীর ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ও প্রবিধানের মিল থাকতে হবে।

২ ১ম পর্বের কোন ছাত্র-ছাত্রীর বদলীর আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

৩ কোন অকৃতকার্য বা রেফার্ড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী বদলীতে ভর্তি হতে পারবে না।

৪ কেবল মাত্র ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা পর্বের শুরুতে বদলীতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৫ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী কেবলমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী কেবলমাত্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বদলীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

৬ ১ম শিফটের ছাত্র-ছাত্রী ১ম শিফটে এবং ২য় শিফটের ছাত্র-ছাত্রী ২য় শিফটে বদলীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

৭ বদলী কার্যক্রম ঃ

- বদলীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকের প্রতিস্বাক্ষর এবং অধ্যক্ষের সুপারিশসহ বদলী ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানে ক্লাশ শুরুর ১ সপ্তাহের মধ্যে আবেদন করবে।
- বদলীতে ভর্তি করতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানসমুহ প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমুহ মেধা, প্রয়োজনীয়তা, সংশ্লিষ্ট বিভাগে পুন:ভর্তির পর আসন খালি থাকা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমুহ একাডেমিক কাউন্সিলে বিবেচনা করে সুপারিশ সহ ক্লাশ শুরুর ২ সপ্তাহের মধ্যে বোর্ডে প্রেরন করতে হবে
- প্রতিষ্ঠান হতে একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী বদলীতে ভর্তি করতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীর আবেদন, রেজিষ্ট্রেশনের ফটোকপি, যে পর্বে বদলী হতে চায় তার পূর্ববর্তী পর্বের প্রবেশপত্রের ফটোকপি, পূর্ববর্তী পর্ব/পর্বসমুহের নম্বরপত্রের ফটোকপি এবং বদলীর জন্য নির্ধারিত ফি এর ড্রাফট " সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড" এর অনুকুলে সোনালী ব্যাংক, আগারগাঁও শাখার উপর প্রণীত করে বোর্ডে প্রেরন করবেন।
- বোর্ডের সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিষ্ঠান বদলীতে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করে বোর্ডের পরিচালক(কারিকুলাম), পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেল) শাখা কে অবহিত করবেন।

প্রবিধান-২০০৫-এর পরীক্ষা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী

পরিশিষ্ট -৩

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ৮ সেমিস্টার (৭ম পর্ব ইন্ডাষ্ট্রিয়াল টেনিংসহ)। প্রতি পর্বের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ হবে পর্বমধ্য পরীক্ষাসহ ১৬ কার্য সপ্তাহ। প্রতি কার্য সপ্তাহে ৩৬-৪২ পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি এক পিরিয়ডের তত্ত্বীয় ক্লাসের জন্য এক ক্রেডিট-আওয়ার ও প্রতি তিন পিরিয়ডের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য এক ক্রেডিট-আওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে। এক পিরিয়ডের সময়সীমা হবে ৫০ মিনিট। এক ক্রেডিট-আওয়ারের মান হবে ৫০ নম্বর।

১ম, ৩য় ও ৫ম পর্ব ইন্সটিটিউট ভিত্তিক

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্ব বোর্ড ভিত্তিক

৭ম পর্ব ইন্ডাষ্ট্রিয়াল টেনিং

পরীক্ষা পদ্ধতী

তাত্ত্বিক

ব্যবহারিক

ধারাবাহিক

পর্বসমাপনী

ধারাবাহিক

পর্বসমাপনী

সকল পর্বের প্রত্যেক তত্ত্বীয় বিষয়ের বা বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের মোট নম্বরের ৫০% ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

সকল পর্বের প্রত্যেক তত্ত্বীয় বিষয়ের বা বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের মোট নম্বরের ৫০% পর্বসমাপনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে।

সকল পর্বের প্রত্যেক ব্যবহারিক বিষয় বা বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ৬০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। যে সকল বিষয়ের পর্ব সমাপনী পরীক্ষা নেই সে সকল বিষয়ের/ বিষয়গুলোর ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর হবে ১০০%।

সকল পর্বের প্রত্যেক ব্যবহারিক বিষয় বা বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের পর্ব সমাপনী ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য ৪০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের পূর্ণমানের অর্ধেক পর্বমধ্য পরীক্ষার এবং বাকি অর্ধেক ক্লাস টেস্ট, কুইজ, আচরণ ও উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত থাকবে। পর্বমধ্য পরীক্ষার পূর্বে ও পরে ন্যূনপক্ষে দুইটি করে ক্লাস টেস্ট ও কুইজ অনুষ্ঠিত হবে।

সকল পর্বের শেষে পর্ব সমাপনী পরীক্ষার অনুষ্ঠিত হবে
১ম, ৩য় ও ৫ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অথবা প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট পরীক্ষক দ্বারা এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে।

ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র
ক. জব/ এক্সপেরিমেন্ট ,খ. বাড়ির কাজ
গ. জব/শিল্প কারখানায় পরিদর্শন সহ এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ,
ঘ. জব/ শিল্প কারখানায় পরিদর্শন সহ এক্সপেরিমেন্টের উপর মৌখিক পরীক্ষা
ঙ.আচরণ এবং উপস্থিতি।

ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী মূল্যায়নের ক্ষেত্র ঃ
ক. জব/এক্সপেরিমেন্ট
খ. জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট
গ.জব/এক্সপেরিমেন্ট
চলাকালীন সময়েরর মৌখিক পরীক্ষা ।

৭ম পর্বে ১৬ কার্যসপ্তাহ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং সম্পন্ন হবেঃ
(i) ১২ কার্যসপ্তাহ ইন্ডষ্ট্রি/সংস্থায় এবং
(ii) ৪ কার্যসপ্তাহ ইন্সটিটিউটটে।

কোন শিক্ষার্থীর হাজিরা ৮০% এর নিচে থাকলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ৬ ক্রেডিট এ একটি ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে, যার মোট নম্বর হবে ৩০০। উক্ত মোট নম্বরের মধ্যে ২০০ নম্বর ইন্ডাষ্ট্রি/সংস্থায় ট্রেনিং এর জন্য এবং ১০০ নম্বর ইন্সটিটিউটে ট্রেনিং এর জন্য নির্ধারিত থাকবে। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহারিক ধারাবাহিকে ৬০% এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনীতে ৪০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। ইন্ডাষ্ট্রি/সংস্থায় এবং ইন্সটিটিউটের ট্রেনিং এ, ব্যবহারিক ধারাবাহিকে এবং ব্যবহারিক পর্বসমাপনী পরীক্ষায় পৃথক পৃথক ভাবে নূন্যতম C গ্রেড পেয়ে পাস করতে হবে

ধারাবাহিক ঃ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক

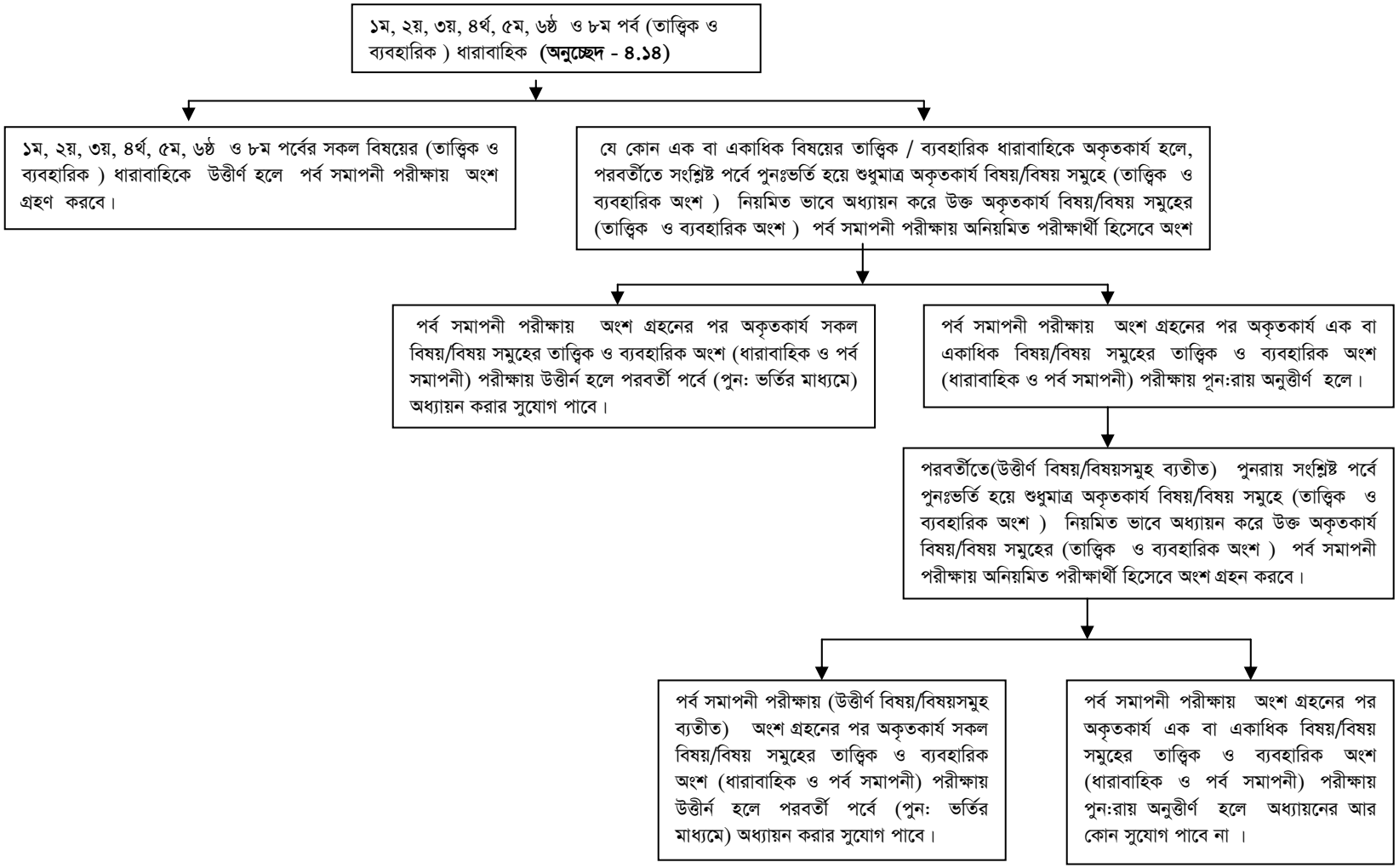

* যে শিক্ষাবর্ষে অনুত্তীর্ণ হয়েছে সে শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিক ভাবে পর পর সর্বোচ্চ দুই শিক্ষাবর্ষে পুন:ভর্তি হয়ে অকৃতকার্য বিষয়/বিষয় সমুহে (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশ) নিয়মিত ভাবে অধ্যায়ন করে উক্ত অকৃতকার্য বিষয়/বিষয় সমুহের (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশ) পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহন করবে।

তাত্ত্বিক ধারাবাহিক - ক্লাশ হাজিরা, ক্লাশ টেস্ট, কুইজ, আচরণ, পর্বমধ্য পরীক্ষা ইত্যাদি বুঝায়।

ব্যবহারিক ধারাবাহিক - ব্যবহারিক ক্লাশের হাজিরা, বাড়ীর কাজ, আচরণ, জব, জবের রিপোর্ট, জবের উপর মৌখিক পরীক্ষা ইত্যাদি বুঝায়।

পর্ব সমাপনী পরীক্ষা (প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক)।

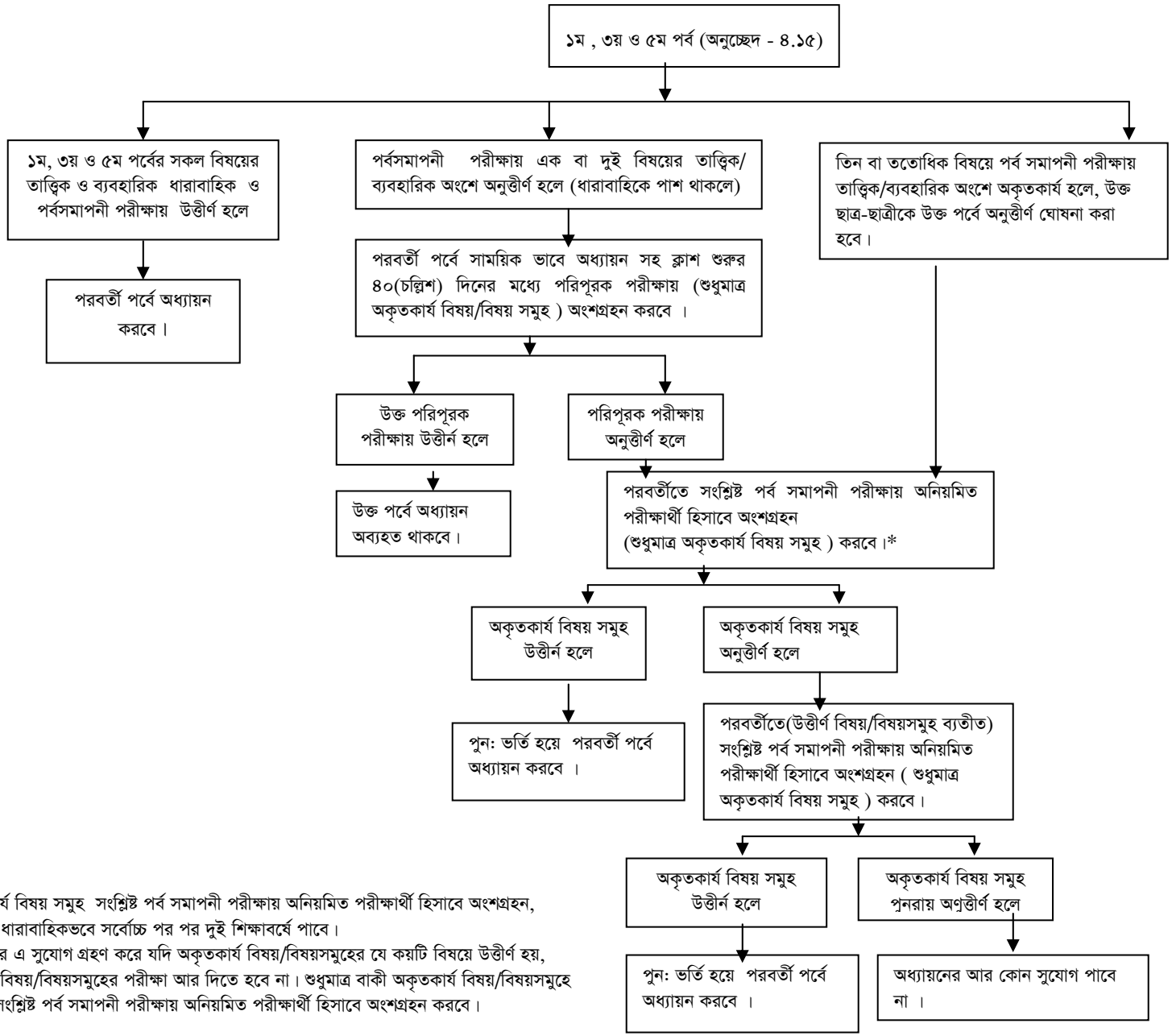

* অকৃতকার্য বিষয় সমুহ সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহন, এ সুযোগ ধারাবাহিকভবে সর্বোচ্চ পর পর দুই শিক্ষাবর্ষে পাবে।

প্রথম বার এ সুযোগ গ্রহণ করে যদি অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমুহের যে কয়টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়, তবে উক্ত বিষয়/বিষয়সমুহের পরীক্ষা আর দিতে হবে না। শুধুমাত্র বাকী অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমুহে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহন করবে।

পরিশিষ্ট -৬

পর্ব সমাপনী (বোর্ড ভিত্তিক)

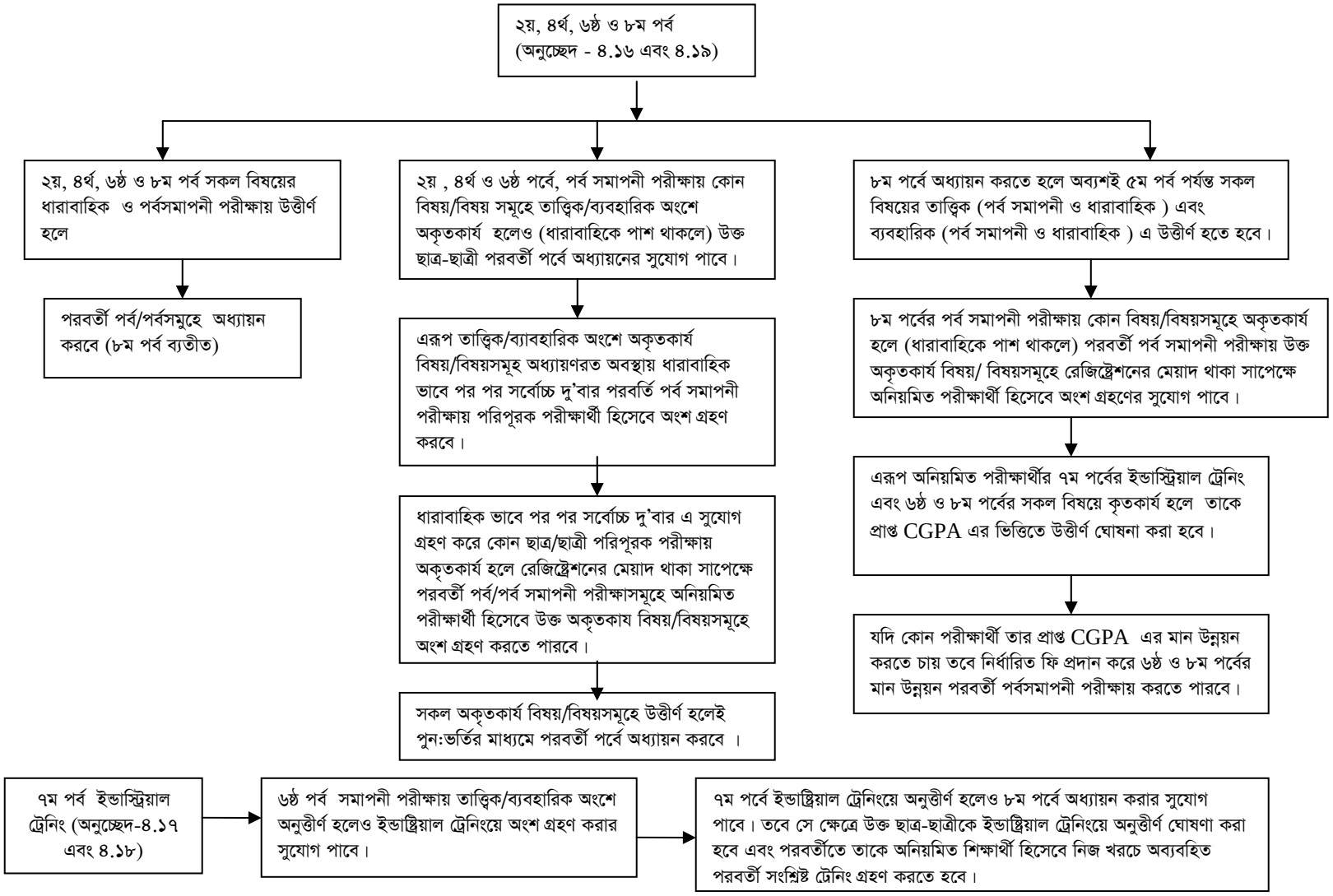

* অনিয়মিত পরীক্ষার্থী অর্থৎ উক্ত ছাত্র-ছাত্রীর অধ্যায়নের অনুমতি বাতিল হয়ে যাবে এবং অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমুহ পরবর্তী পর্ব/পর্ব সমাপনী পরীক্ষাসমূহে অংশ গ্রহণ ক রতে পারবে।